জুলাই ২০১৩

CONNEXION

steering telecom ahead

মোবাইল বদলেছে জীবনধারা

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh

airtel | banglalink | Citycell | grameenphone | রবি | TeleTalk আমাদের ফোন

CONNEXION
এমটব-এর মাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০১, খণ্ড ০৪

সূচিপত্র

সম্পাদকের টেবিল থেকে	০১
জানেন কি?	০২
প্রচ্ছদ প্রতিবেদন: মোবাইল বদলেছে জীবনধারা	০৩
দৃষ্টিকোণ: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা– গ্রামীণফোন	০৫
টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপ: জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত	০৭
সিএসআর কার্যক্রম ও সামাজিক অবদান: বাংলালিংক– পবিত্র রমজানে বিশুদ্ধ প্রয়াস বাংলালিংকের হৃদয় থেকে উৎসারিত সিএসআর কার্যক্রম	০৮
মোবাইল এশিয়া এক্সপো ২০১৩– ভবিষ্যতের সাথে সেতুবন্ধন	০৯
সংখ্যা ও বিশ্লেষণ	১০
জিএসএমএ কার্যক্রম	১০

সম্পাদনা পরিষদ

আশরাফুল এইচ. চৌধুরী
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

জাকিউল ইসলাম
রেগুলেটরি অ্যান্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সিনিয়র ডাইরেক্টর
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মোঃ মাহফুজুর রহমান
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

মাহমুদ হোসেন
চীফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার
গ্রামীণফোন লিমিটেড

মাহমুদুর রহমান
এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, সিআরএল
রবি আজিয়াটা লিমিটেড

কাজী মোঃ গোলাম কুদ্দুস
জিএম, রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট রিলেশন
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

"ConneXion"-এর অনলাইন সংস্করণের জন্য ভিজিট–
***www.amtob.org.bd** | মতামত জানান: connexion@amtob.org.bd*

সম্পাদকের টেবিল থেকে

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত বদলে দিয়েছে দেশ। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনধারায় সর্বোপরি তাদের চিন্তা, প্রতিক্রিয়া এবং কাজের পথে মোবাইল প্রযুক্তি কিভাবে পরিবর্তন এনেছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবারের `ConneXion'-এ।

সদ্য পাশকৃত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত মোবাইল অপারেটরদের কর্পোরেট কর ৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এর পূর্বে মোবাইল অপারেটররা শেয়ার বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়বে বলে কর্পোরেট কর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সরকার জাতীয় অর্থনীতিতে কর ও রাজস্ব খাতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা এ খাতটির কথায় মোটেই কর্ণপাত করেনি।

দেশের সবচেয়ে গতিশীল খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত, যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের প্রতি বছরের প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬৬.৩৬ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০১৩ সালের মে মাসে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১০ কোটি ছাড়িয়ে ১০ কোটি ৩০ লক্ষ হয়েছে। যেখানে ২০১২ সালের এপ্রিলে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৯ কোটি এবং এর গড় হার ছিল ৬১.৮৩ শতাংশ।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট সংসদে গৃহীত হলেও, এতে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন সুবিধা প্রদান করা হয়নি। তবে, সিম কার্ড আমদানির উপর অতিরিক্ত কর হ্রাসের সিদ্ধান্তকে মোবাইল অপারেটররা স্বাগত জানায়। এই সম্পূরক কর ৩০ থেকে ২০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। তারপরেও, বিভিন্ন সময় এই খাত থেকে দাবি তোলা সত্ত্বেও, দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ কর ভারে জর্জরিত মোবাইল অপারেটরদের কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত অনেক বিষয়ই এখনও অমীমাংসিত আছে।

তৃতীয় প্রজন্ম (থ্রিজি) প্রযুক্তি'র জন্য বাংলাদেশ ২.১ গিগা হার্টস তরঙ্গ নিলামের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি লাইসেন্সিং পদ্ধতি এমন হওয়া উচিৎ যা অপারেটরদের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে সাহায্য করবে। তরঙ্গ মূল্য বহির্ভূত কঠিন শর্তাবলীর ফলে তরঙ্গ অবমূল্যায়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এছাড়াও এর কারণে ভবিষ্যতে আয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ তুলে আনা এবং ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

তবে নিলামকৃত তরঙ্গের রিজার্ভ মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিৎ যা নিলামে অংশগ্রহণকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। অপারেটররা আশা করছে যে একটি নতুন নিলাম পরিচালনার পূর্বে টুজি লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে অমীমাংসিত বিষয় সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তরঙ্গ বহির্ভূত বিষয়গুলো লাইসেন্সিং কাঠামো থেকে বাদ দেয়া উচিৎ, পাশাপাশি প্রযুক্তি নিরপেক্ষ লাইসেন্সিং মডেল গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া তরঙ্গের উপর যে ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে তার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘের টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত বিশেষ অঙ্গপ্রতিষ্ঠান, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত জিএসএমএ আয়োজিত একটি কর্মশালায় বলেছে যে তারহীন ব্রডব্যান্ডের জন্য ৭৬০ এবং ৮৪০ মেগা হার্টস ব্যান্ড তরঙ্গ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ৩ গিগা হার্টস-এর নিচে তরঙ্গের যথেষ্ট প্রাপ্যতা রয়েছে। মোবাইলের সঠিক তরঙ্গ বণ্টনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও তার এশীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে ডিজিটাল বিভক্তি কমিয়ে আনা সম্ভব।

বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা ০.৬৯ শতাংশে পৌঁছেছে, যা ২০১৬ সালের মধ্যে ১.৫ শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রডব্যান্ড ব্যবহারে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে, তারপরেও উপযুক্ত টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং নীতিমালা অনুসরণ করা হলে মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের সুযোগ পাবে।

পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়েছে। তাই অপারেটরদের পক্ষ থেকে, আমি কামনা করছি প্রতিটি হৃদয় যেনো জেগে উঠে রমজানের বিশুদ্ধ চেতনায়।

টি, আই, এম, নূরুল কবীর

এমটব

এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) দেশের সবগুলো মোবাইল টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মুখপত্র হিসেবে এমটব সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, প্রযুক্তিগত সংস্থা, গণমাধ্যম এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে। সরকারি-বেসরকারি সংলাপের মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে এ শিল্প খাত এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে এমটব। বিশ্বমানের একটি মোবাইল টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীভূত সকল সদস্য প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের ডিজিটাল বিভক্তি নিরসনে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে এমটব।

এমটব কার্যনির্বাহী পরিষদ

মাইকেল ক্যুনার
চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– রবি আজিয়াটা লিমিটেড

ক্রিস টোবিট
ভাইস চেয়ারম্যান– এমটব এবং
সিইও– এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল– এমটব

জিয়াদ শাতারা
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিমিটেড
(পূর্বের ওরাসকম টেলিকম বাংলাদেশ লিমিটেড)

মেহবুব চৌধুরী
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (সিটিসেল)

বিবেক সুদ
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
সিইও– গ্রামীণফোন লিমিটেড

মো. মুজিবুর রহমান
সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ– এমটব এবং
ব্যবস্থাপনা পরিচালক– টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

জানেন কি?

এক মিলিয়ন ফাইবার অপটিক তন্তু মাত্র **০.৫ ইঞ্চি** ব্যাসের একটি নলের ভেতরে এঁটে যায়

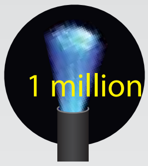

বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে **টেলিফোন**

টেলিফোন তারের মান নির্ধারণ করা হয় তা ইঁদুরের কাছে কতটা **সুস্বাদু** তার ভিত্তিতে

টেলিফোনের উদ্ভাবক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন সম্ভাষণ হিসেবে প্রথমে নাবিকদের ন্যায় **"আহোয়"** প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে টমাস আলভা এডিসন **"হ্যালো"** এর প্রচলন করেন

১৮৭৬ সালের ১০ মার্চ বোস্টন, ম্যাসাচুসেটস-এ **আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল** এবং তাঁর সহকারী **টমাস এ ওয়াটসন**-এর মাঝে প্রথম ফোনকলটি করা হয় যা ছিল, "ওয়াটসন এদিকে এসো, তোমার সাহায্য লাগবে"

১৯২২ সালের ০২ আগস্ট **আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের** মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এক মিনিটের জন্য সব টেলিফোন নীরব করে দেয়া হয়

গুগলের এক সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে এই মুহূর্তে **৬০ মিলিয়ন** নারী অনলাইনে আছেন এবং দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনে ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন। যদিও বাংলাদেশে এই সংক্রান্ত কোন পরিসংখ্যান নেই।

মোবাইল বদলেছে জীবনধারা

প্রযুক্তি মানুষের জীবনে কিভাবে পরিবর্তন এনে দেয় তার উৎকৃষ্ট ও অন্যতম উদাহরণ হল মোবাইল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও মোবাইল ফোন মানুষের জীবনধারায় ও দেশের অর্থনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন এনেছে।

মোবাইল ফোন আমাদের জীবনের সব ক্ষেত্রেই এনেছে পরিবর্তন– আমাদের চিন্তা, প্রতিক্রিয়া এবং কাজের ধরন বদলে দিয়েছে। মোবাইল ফোন ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এতে বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই যে, মোবাইল প্রযুক্তি আমাদের জীবন ও কাজের সাথে সংগতি রেখেই পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

একজন কৃষকের জীবনে মোবাইল ফোনের ভূমিকা

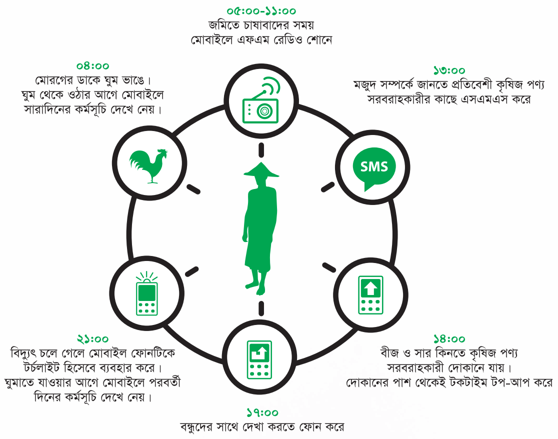

এখন যে কেউই মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারে, যা এক দশক আগেও মানুষের কাছে ছিল কল্পনাতীত। এক সময় যা শুধু ধনীদের আভিজাত্যের প্রতীক ছিল তা এখন প্রত্যেক পেশার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তায় পরিণত হয়েছে।

এটি হাজারো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের খুচরা রিচার্জ দোকান খুলতে অনুপ্রাণিত করেছে, সেখানে তারা শুধু টাকা রিচার্জই করে না বরং পাশাপাশি মোবাইলের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিও বিক্রি করে। অনেক বেকার যুবক মোবাইল ফোন মেরামত প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে এবং তারা খুঁজে পেয়েছে একটি নতুন জীবিকার পথ।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত: খুলে দিল নতুন সম্ভাবনার দ্বার

১০ কোটিরও অধিক গ্রাহক নিয়ে বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ভাবে তৈরি করেছে ১৫ লক্ষ কর্মসংস্থান, পাশাপাশি এশিয়া প্যাসিফিকের অবস্থানও এখন আগের তুলনায় অনেকটা ভালো। এছাড়াও আশা করা যায় যে, মোবাইল ইকোসিস্টেম এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরিতে অবদান রাখবে। এর মধ্যে সরাসরি মোবাইল ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে তৈরি হবে ৬৪ লক্ষ কর্মসংস্থান এবং আরো ৯৭ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হবে বিক্রয় কেন্দ্র ও পরিবেশকদের মাধ্যমে।

এমনকি ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী বিক্রেতারাও ব্যাপক সম্ভাবনা অনুধাবন করে বিভিন্ন বাংলাদেশী ব্র্যান্ডেড মোবাইল হ্যান্ডসেট চালু করেছেন, যার মধ্যে স্থানীয় ব্র্যান্ডের সিম্ফনি, ওয়ালটন ও স্মার্ট আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড নকিয়া, সনি ও স্যামসাং-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবচেয়ে বেশি সফলতা পেয়েছে। এছাড়াও চার্জার, ব্যাটারি-সহ মোবাইল ফোনের অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্রী এখন বাংলাদেশী উৎপাদক সংস্থাই তৈরি করছে।

যাইহোক, মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত দেশের অন্যতম কর প্রদানকারী খাত এবং সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি বড় উৎসে পরিণত হয়েছে। এটি দেশের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের একক বৃহত্তম উৎস। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মোবাইল খাতে ৫০,০০০ কোটির অধিক টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং মোট জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ আসে কেবলমাত্র টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের কাছ থেকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মোবাইল

এমনকি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রভাব ফেলে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত। বর্তমানে চাকরি বাজারের চাহিদা বিবেচনা করে বিশেষত টেলিযোগাযোগ খাতের উপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স চালু করেছে।

সর্বজনীন পরীক্ষার ফলাফল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং শুধুমাত্র একটি এসএমএস-এর মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকাভুক্ত হতে পারছে।

স্বাস্থ্যসেবায় মোবাইল

বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ শুধু একটি সংক্ষিপ্ত কোড ডায়াল করেই স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ এবং স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিকার পাচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এখনও এদেশে মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার অনেক বেশি, এক্ষেত্রে এম-হেল্থ সমাধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ দেশে ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ কর্মীর স্বল্পতা রয়েছে। যেখানে বিশ্বব্যাপী সন্তান জন্মকালীন সময়ে দক্ষ ধাত্রী উপস্থিতির গড় হার ৬০ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশে এই হার মাত্র ৩০ শতাংশ।

আর মায়েদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যের অজ্ঞানতাই এর প্রধান কারণ। যেখানে বাংলাদেশে জন্মের পর প্রতি ১০০,০০০ জনের মধ্যে মৃত্যু হয় ২৪০ জনের, সেখানে বিশ্বে এর গড় হার ২১০ জন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, দ্যা ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এবং জনসন অ্যান্ড জনসন-এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মোবাইল এলায়েন্স ফর ম্যাটার্নাল অ্যাকশন। এই সংস্থাটি মোবাইল ডিভাইসের মাধ্যমে স্বাস্থ্য কর্মীদের তথ্য সরবরাহ করে, যাতে গর্ভবতী মায়েরা তাদের গর্ভকালীন বিভিন্ন ধাপে এসএমএস বা ভয়েস বার্তার মাধ্যমেই মাতৃত্বকালীন সঠিক পরামর্শ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

আপনজন মোবাইল-ভিত্তিক শিক্ষামূলক কার্যক্রম

২০১৫ সালের মধ্যে **২০ লক্ষ** আপনজন সেবা ব্যবহারকারীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

৫০,০০০ জন মা আপনজনের সেবা গ্রহণ করে

তথ্যভিত্তিক মোবাইল প্রচারাভিযান

- গর্ভবতী মায়েরা তাদের গর্ভকালীন বিভিন্ন ধাপে এসএমএস বা ভয়েস বার্তার মাধ্যমেই মাতৃত্বকালীন সঠিক পরামর্শ সুবিধা গ্রহণ করেন
- যেমন- বাংলাদেশের 'মামা' কর্তৃক আপনজন প্রোগ্রাম

শিক্ষা ও তথ্য মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার কমাতে পারে ৩০ শতাংশ

- প্রথাগত ধাত্রীদের জন্য মোবাইল-ভিত্তিক শিক্ষা প্রসবকালীন মৃত্যুর হার ৩০ শতাংশ কমিয়েছে।
- অঞ্চলভিত্তিক ট্রায়ালে মাতৃমৃত্যুর হার পাকিস্তানে ২৬ শতাংশ এবং উগান্ডায় ৫০ শতাংশ কমতে দেখা গেছে

এভাবে বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা বর্তমানের প্রতি ১০০,০০০ জনের মধ্যে ২৪০ জন থেকে কমিয়ে ১৬৮ জনে আনা সম্ভব

আর্থিক লেনদেনে মোবাইল

মোবাইলের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের সুবিধা ব্যবহার করে হাজার হাজার মানুষ শুধুমাত্র একটি বাটন টিপেই তাদের প্রিয়জনের কাছে দ্রুত টাকা পাঠানোর সুবিধা ভোগ করছে, এর ফলে আগের তুলনায় এখন জীবন হয়েছে অনেক সহজ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই আর্থিকসেবার সুবিধা বহির্ভূত, সেই সাথে ৪০ শতাংশ নাগরিকই সঞ্চয়ী হিসাব সহ ব্যাংকের অন্যান্য সেবা থেকে বঞ্চিত। বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করে একটি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল (এমএফএস) সেবা সমাধান, যা ৩০ লক্ষ বাংলাদেশীকে নিয়মিত ব্যাংক হিসাবের বাইরে সাশ্রয়ী মূল্যের ও সুবিধাজনক বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করেছে।

মূল ব্যাংকের কিছু অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এই সেবা চালু করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; এমব্যাংকিং-এর উন্নত সেবা দিতে ২০১১ সালে একসাথে বাজারে আসে ব্র্যাক ব্যাংক-এর বিকাশ এবং ডাচ্ বাংলা ব্যাংক-এর মোবাইল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সেবা।

বাংলাদেশে শাখাবিহীন ব্যাংক ব্যবস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছে মোবাইল

৩০ লক্ষ
মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী

৪.৫
মিলিয়ন ডলার

৭০,০০০
গ্রাহক পয়েন্ট

যেসব অ্যাকাউন্ট ফিচার ও সেবাসমূহ অন্তর্ভুক্ত

- ক্ষুদ্র-সঞ্চয়: নিবন্ধন খরচ ০–১ ডলার (জমা, উত্তোলন, ব্যালেন্স অনুসন্ধান)
- রেমিটেন্স
- মোবাইল মানি (পি২পি স্থানান্তর)
- বেতন প্রদান
- বিল পরিশোধ

অনেক স্থানীয় অনলাইন সাইট তাদের পণ্য কেনাবেচায় মোবাইল টপ আপ ভাউচারকে লেনদেনের একটি উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। এখন মানুষ ট্রেনের টিকেট কেনা, বিভিন্ন সরকারি ফি জমা প্রভৃতি অনলাইনেই সম্পন্ন করতে পারছে।

বিনোদনে মোবাইল

মোবাইল টেলিযোগাযোগ বদলে দিয়েছে সামাজিক যোগাযোগের দৃশ্যপট। অসংখ্য মানুষ এখন ডেস্কটপের তুলনায় তাদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক ওয়েব সাইট গুলিতে খুব সহজেই প্রবেশ করছে।

গেম কনসোলস, হাই রেজোলিউশন স্টিল অ্যান্ড ভিডিও ক্যামেরা, মেইলিং সিস্টেম, টেক্সট মেসেঞ্জার, বিনোদন এবং ব্যবসায়িক তথ্য বাহক হিসেবে কাজ করার কারণে বর্তমানে সেল ফোন একটি মিনি কম্পিউটারে পরিণত হয়েছে।

কৃষিতে মোবাইল

জেলে ও কৃষকরা তাদের পণ্য এখন যেসব বাজারে তাদের পণ্যের চাহিদা বেশি সেখানে সহজেই বিক্রি করতে সমর্থ হচ্ছে। মোবাইল ফোন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কিভাবে তরান্বিত করছে এটি তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাছ ও অন্যান্য পচনশীল পণ্যের অপচয় রোধ, ব্যবসায়িক পরিচালনাকে শক্তিশালী করা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ– সব ক্ষেত্রে একসাথে দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও বাড়িয়েছে।

আখ ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশে এসএমএস-এর মাধ্যমে ২০ লক্ষেরও বেশি ক্রয় আদেশ দেয়া হয়েছে কৃষকদের, যা সধারণত"পুর্জি" নামে পরিচিত।

অর্থনীতিতে মোবাইল

ঘন্টার পর ঘন্টার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার ঝামেলা এড়াতে সবাই এখন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করছে।

রোলার অ্যান্ড ওয়েভারম্যান এবং মেশি অ্যান্ড ফাস-এর একটি গবেষণায় দেখা যায় যে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো বিভিন্ন উপায়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ খুলে দেয়।

তাদের মতে, প্রথমত– টেলিযোগাযোগ খাত তার নিজস্ব বিনিয়োগের কারণে প্রবৃদ্ধি বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবা চাহিদা যেমন- ক্যাবল ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন, অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্র তৈরি ইত্যাদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। এর চেয়েও আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, টেলিফোন প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে মানুষ নিয়মিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক বড় দূরত্বকেও এখন নিমেষেই পার করতে পারছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের মোবাইল টেলিফোন খাতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যা অনুঘটক হিসেবে এবং পরিবর্তনের নির্মাতা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু এখনও অগ্রগতির আরো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

টেলিযোগাযোগের সুফল যে শুধুমাত্র শহুরে মানুষের জীবনধারাকেই প্রভাবিত করেছে তা নয় বরং গ্রামীণ মানুষের জীবন ধারাকেও বদলে দিয়েছে। যোগাযোগের সুবিধার কারণে ব্যাংকিং সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং বাজার সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুবিধা এই দুয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

আগামী বছরগুলোতে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মোবাইল প্রযুক্তির আরো বেশি প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা আছে। মোবাইলফোনের ব্যবহার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে মোবাইল ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে জিডিপি-তে এই সম্ভাবনাময় দিকটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন একটি সঠিক নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো এবং ন্যায্য ও অনুকূল কর নীতি। একটি সহজ ও বৈষম্যহীন লাইসেন্স এবং গ্রাহকদের সেবা প্রদানের জন্য সকল অপারেটরদের বাণিজ্যিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে সঠিক নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামোর কথা দীর্ঘদিন ধরে অপারেটররা জোর দিয়ে বলে আসছে। প্রযুক্তিগত নিরপেক্ষতা প্রবর্তন, নিরপেক্ষ পরিষেবা লাইসেন্সিং মডেল এবং লাইসেন্সের শর্তাবলী অপসারণ করতে হবে, তা না হলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাধাগ্রস্ত হতে হবে- এই খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে রাখতে হলে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপের বিকল্প নেই।

বিবেক সুদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
গ্রামীণফোন লিমিটেড
grameenphone

নিত্য নতুন প্রযুক্তি আর উদ্ভাবনী সব মূল্য সংযোজন সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য সেরা অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে চাই আমরা। গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বিধানে আমরা সবসময়ই সচেষ্ট এবং একই সাথে অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের প্রতি আমাদের অবদানের মাধ্যমে আমরা দেশের উন্নয়নের অংশীদার হতে চাই।

গ্রামীণফোন লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিবেক সুদ বাংলাদেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ সম্পর্কে তার মূল্যবান মতামত "ConneXion"-এ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মোবাইল ইকো সিস্টেমের অবদান কী?

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় রাজস্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মাধ্যমে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান খাতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং টেলিযোগাযোগ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ খাত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই)-এ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শিল্পখাত। ২০০১ সালে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগে যেখানে মোবাইল অপারেটরদের অবদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ০.৯ শতাংশ ২০১০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬০.৪ শতাংশে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কারণ, ব্যাপক হারে বৈদেশিক বিনিয়োগ টেকসই অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মোবাইল অপারেটররা সরকারকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কর দেয়, যা জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়ক। টেলিযোগাযোগ খাত এ দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, ২০০৪ সালে যার গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ ২০১২ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৬৫ শতাংশে। ২০১৩-এর মার্চ মাসে বাংলাদেশে মোট গ্রাহকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ কোটিতে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী একটি সাধারণ উন্নয়নশীল দেশের প্রতি ১০০ জনে অতিরিক্ত ১০টি মোবাইল ফোনের ব্যবহার জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ০.৬ পারসেন্টেজ পয়েন্ট যুক্ত করে, এবং উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে এই প্রভাব প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং এ খাত দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। মোবাইল ইন্টারনেট সেবা, এম-কমার্স সেবা, মূল্য সংযোজন সেবার ব্যবহার বৃদ্ধি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের পথকে করেছে সুগম। ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার পরিচালন খরচ কমাতে ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে যা বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সাহায্য করবে। সর্বোপরি, মোবাইল ইকো সিস্টেম বাংলাদেশকে দিয়েছে মানসম্মত সেবার সাথে সর্বাধুনিক মোবাইল প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ব্যাপক কর্মসংস্থান এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য মোবাইল ইকো সিস্টেমের অবদান কী?

বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে মোবাইল ইকো সিস্টেমের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জিডিপি প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কর রাজস্ব থেকে শুরু করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের অবদান ব্যাপক। মোবাইল টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে সমগ্র দেশকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে মোবাইল অপারেটররা। বর্তমানে দেশে ১০ কোটিরও বেশি মোবাইল গ্রাহক রয়েছে। জনবসতি রয়েছে এমন প্রায় ৯৯ শতাংশ এবং ভৌগোলিক দিক থেকে দেশের ৯০ শতাংশ অঞ্চলে মোবাইল টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দিচ্ছি আমরা। বাংলাদেশের মতো একটি সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশের জন্য এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) আনার ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটরদের অবস্থান শীর্ষে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত। এছাড়াও এই খাত সরকারকে সবচেয়ে বেশি কর প্রদান করে থাকে। ২০১১ সাল পর্যন্ত মোবাইল অপারেটররা সরকারি কোষাগারে ৪০,০০০ কোটি টাকারও বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর প্রদান করেছে। এ খাতের অবদান শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মোবাইল প্রযুক্তি। বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একজন কৃষক সহজেই জানতে পারছে কৃষি সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, টেলিমেডিসিন সেবার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন রোগী কথা বলতে পারছে ডাক্তারের সাথে।

থ্রিজি প্রযুক্তি চালুর ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা ও বিধি-বিধান অনুসরণ করা হলে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করছি। থ্রিজি প্রযুক্তি দ্রুত গতির ইন্টারনেট ছাড়াও এম-কমার্স, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি খাতে নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ বাজার ও এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

অপারেটরদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ বাজার ব্যাপক অগ্রগতিলাভ করেছে। এই সময়ে অনেক নিত্য নতুন ও অভিনব সেবা এবং মূল্য সংযোজন সেবা বাজারে এসেছে। মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেটের ব্যবহার

বাড়ছে ব্যাপকহারে, বর্তমানে দেশের মোট ইন্টারনেট ব্যবহারের ৯০ শতাংশই সম্পন্ন হচ্ছে মোবাইলের মাধ্যমে। বাজার এখনও ভয়েস কেন্দ্রিক হলেও ডেটা বাজার ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে। দেশে থ্রিজি সেবা চালু হলেই ডেটা'র বাজার অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। থ্রিজি প্রযুক্তি চালুর ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা ও বিধি-বিধান অনুসরণ করা হলে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করছি। থ্রিজি প্রযুক্তি দ্রুত গতির ইন্টারনেট ছাড়াও এম-কমার্স, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি খাতে নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। তবে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে নিয়ন্ত্রণজনিত বিষয়াবলী থেকে শুরু করে তরঙ্গ বরাদ্দ মূল্যসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর। যদিও গ্রাহক বৃদ্ধির হার বর্তমানে কিছুটা কম, তবে এখনও নতুন গ্রাহক সৃষ্টির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

আপনি কি মনে করেন যে, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' লক্ষ্যপূরণের জন্য একটি টেলিযোগাযোগ রোড ম্যাপ/দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে?

অবশ্যই এখানে একটি দীর্ঘমেয়াদী রোড ম্যাপ থাকা উচিৎ। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে এখানে এখনও কোনো রোড ম্যাপ নেই। একটি স্পষ্ট রোড ম্যাপ থাকলে বিনিয়োগকারীরা স্বাচ্ছন্দ্যে এ খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারবে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর স্বপ্ন পূরণ করতে হলে এ খাতের সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ ও স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর স্বপ্নপূরণে মোবাইল অপারেটরদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত, এ ক্ষেত্রে এরই মধ্যে বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কর্পোরেট সিটিজেন হিসেবে গ্রামীণফোন গ্রাহকদের মোবাইলের মাধ্যমে ইউটিলিটি বিল পরিশোধের জন্য ওয়াসা ও ডেসা'র সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এরপরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদেরকে। আর এ জন্যই তরঙ্গ বরাদ্দের নীতিমালা ও মূল্য নির্ধারণ, লাইসেন্স, কর ইত্যাদি বিষয়গুলোর সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ একটি স্থিতিশীল রোড ম্যাপের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্বপ্নপূরণের পথকে করবে সুগম ও মসৃণ।

মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতের মূল সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

যদিও আগামীতে টেলিযোগাযোগ খাতে কিছুটা ধীর গতি পরিলক্ষিত হবে, তারপরও অনেক সম্ভাবনা পড়ে আছে সামনে। উদ্ভাবনী ব্যবসায়িক মডেলের মাধ্যমে মোবাইল প্রযুক্তি ব্যাপক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। দেশে থ্রিজি সেবা চালু হলে ডেটা, কনটেন্ট ও মূল্য সংযোজন সেবার বাজার আরো বৃদ্ধি পাবে। এম-কমার্স, মোবাইল আর্থিক সেবা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও মোবাইল টেলিযোগাযোগের আগামীতে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

গ্রামীণফোন এরই মধ্যে গ্রাহকদের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণফোন টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে, যার সাহায্যে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও রোগীরা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারছে। সম্প্রতি জাগো ফাউন্ডেশানের সাথে যৌথভাবে 'অনলাইন স্কুলিং' নামে আরো একটি প্রকল্প চালু করেছে গ্রামীণফোন। এ উদ্যোগের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং প্রযুক্তির সাহায্যে একজন শিক্ষক অনেক দূরের অবস্থান থেকেও ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন।

কিন্তু চ্যালেঞ্জ রয়েছে প্রচুর। মোবাইল ফোন খাতকে উচ্চহারে কর প্রদান করতে হয়। গ্রামীণফোন তার মোট আয়ের ৬০ শতাংশেরও বেশি সরকারকে কর হিসেবে প্রদান করে থাকে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। এছাড়া এ খাতে কিছু নিয়ন্ত্রণজনিত অনিশ্চয়তাও বিদ্যমান। টুজি লাইসেন্স নবায়নে ভ্যাট মওকুফের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের এখনও কোনো সমাধান হয়নি। আর এই অনিশ্চয়তাগুলো মোবাইল অপারেটরদের জন্য অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করছে। একটি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রণজনিত নিশ্চয়তা ও যুক্তসংগত কর ব্যবস্থা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

২০১৩ থেকে ২০১৫-তে আপনার পরিকল্পনা কী?

আমাদের লক্ষ্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও সোজাসাপ্টা। নিত্য নতুন প্রযুক্তি আর উদ্ভাবনী সব মূল্য সংযোজন সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য সেরা অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে চাই আমরা। গ্রাহকদের সন্তুষ্টি বিধানে আমরা সবসময়ই সচেষ্ট এবং একই সাথে অর্থনীতি, সমাজ ও পরিবেশের প্রতি আমাদের অবদানের মাধ্যমে আমরা দেশের উন্নয়নের অংশীদার হতে চাই।

গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিবেক সুদ এবং হাতিরঝিল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জনাব আবু সাইদ মোঃ মাসুদ, গ্রামীণফোন আয়োজিত হাতিরঝিল এলাকায় বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন।

টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপঃ জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হলে দেশের মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাতকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে মোবাইল অপারেটররা– এক কর্মশালায় বলেন বক্তারা।

রোডম্যাপ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক মানদণ্ড অর্জনে সহায়তা করবে। এ খাতে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়ন করলে আকস্মিক পতন থেকে খাতটি রক্ষা পাবে। মূলধনী ব্যয়-প্রধান এই খাতটিতে অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি না থাকলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এ খাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করতে পারবে, যা প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াবে, ফলে মোবাইল টেলিযোগাযোগ খাত এবং সেই সঙ্গে পুরো জাতির সমৃদ্ধি অর্জিত হবে।

সম্প্রতি ঢাকায় জিএসএম অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত "জাতীয় উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ নীতিমালা" শীর্ষক কর্মশালায় জাতীয় টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপ সম্পর্কে উল্লিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়।

কর্মশালায় আরো বলা হয় যে, ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে রোডম্যাপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্ধুভাবাপন্ন, নমনীয়, সময়োপযোগী, স্থিতিশীল ও স্বচ্ছ একটি সমন্বিত টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো তৈরি করতে হবে।

দিনব্যাপী এ কর্মশালার উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি।

জিএসএমএ (এশিয়া প্যাসিফিক)-এর সিনিয়র ডিরেক্টর, স্পেকট্রাম পলিসি অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স ক্রিস পেরেরা তার এক উপস্থাপনায় "বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মোবাইল ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের অর্থনৈতিক প্রভাব" ব্যাখ্যা করেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন।

মোবাইল ব্রডব্যান্ড সংযোগের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে ফিক্সড ব্রডব্যান্ডের চেয়ে অনেক বেশি অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে বাংলাদেশ। ব্রডব্যান্ডের ব্যবহার ১০ শতাংশ বাড়লে ২ শতাংশ পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুফল সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম টেলিযোগাযোগ উচ্চগতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবা চালুর মাধ্যমে নিত্য নতুন প্রযুক্তির সুবিধা সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে এবং ভয়েস চালিত বাজারকে ডাটা চালিত বাজারে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করবে।

মোবাইল ফোন ক্রমেই ইন্টারনেট ও ডাটা সেবা ব্যবহারের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠছে, এর সাথে থ্রিজি প্রযুক্তি যুক্ত হলে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর এই দেশে বদলে যাবে মোবাইল ব্রডব্যান্ড সংযোগের প্রেক্ষাপট।

সবগুলো মোবাইল অপারেটরের সিইও থ্রিজি নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সাগ্রহ সম্মতি প্রকাশ করেন এবং পুনরায় এর সাথে সংশ্লিষ্ট ভ্যাট ও কর সংক্রান্ত বিষয়টি নিষ্পত্তির আহ্বান জানান। টেলিযোগাযোগ খাতটিকে আরো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য তাঁরা সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু টেলিযোগাযোগ আইন, বিধি ও প্রবিধানের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধসমূহ নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন।

আগামী ১–২ বছরের মধ্যেই কমিশন একটি টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপ ঘোষণা করবে বলে জানান বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান সুনীল কান্তি বোস।

একটি প্যানেল আলোচনায় টেলিযোগাযোগ রোডম্যাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছেন গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিবেক সুদ, এসময় অন্যান্যদের সাথে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম।

টেলিযোগাযোগ খাতের সুফল ঘরে তুলতে আগে এ খাতটিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নীতি নির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানান সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজীব-উল-আলম।

এমটব-এর সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবির সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং সম্মানিত অংশগ্রহণকারীদেরকে আরো একবার স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' লক্ষ্যপূরণের মাধ্যমে একটি 'ডিজিটাল যুগ' প্রতিষ্ঠার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অবিভক্ত নীতিমালা প্রয়োজন। আর এর মাধ্যমেই একটি শিল্পভিত্তিক সমাজকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তর করতে পারব আমরা।

এছাড়া কর্মশালায় "ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট প্র্যাক্টিসেস অন টেলিকম পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড বাংলাদেশ পার্স্পেক্টিভ" এবং "লেজিস্লেটিভ রিভিউ টু এক্সেলারেট দ্য ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক দু'টি নিবন্ধ উপস্থাপনশেষে প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, এমপি; ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ আবুবকর সিদ্দিকী; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খান; বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর সিইও, সরকার ও বিটিআরসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিশ্লেষকগণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত থেকে টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশে বিদ্যমান অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও বিরূপ পরিবেশসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

পবিত্র রমজানে বিশুদ্ধ প্রয়াস

বাংলালিংকের হৃদয় থেকে উৎসারিত সিএসআর কার্যক্রম

আত্মশুদ্ধির বারতা নিয়ে প্রতি বছর পবিত্র রমজান মাস আসে আমাদের মাঝে। এ পবিত্র মাসে আমরা সমবেতভাবে চেষ্টা করি আরো একটু ভালো মানুষ হতে, হাত বাড়িয়ে দিই দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি। সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলালিংক পবিত্র রমজান মাসে বেশকিছু ব্যবসায়িক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

রমজান মাসে দেশের ব্যস্ত নগরীগুলোতে যানজটের চিত্র আমাদের সবারই জানা। ইফতারের প্রাক্কালে যানজটের মাত্রা আরো বেড়ে যায়, কারণ এসময় কর্মস্থল থেকে সবাই ঘরে ফিরতে চায় পরিবারের সবার সাথে ইফতারে অংশ নিবে বলে। তাই পবিত্র রমজান মাসে রাস্তার যানজটে আটকে পড়া রোজাদার মুসলমানদের জন্য বাংলালিংক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে থাকে। ইফতারের প্রাক্কালে যানজটে আটকে পড়া রোজাদারদের মাঝে বাংলালিংক বিশুদ্ধ পানি ও খেজুর বিতরণ করে।

বাসযাত্রীদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করছে বাংলালিংক স্বেচ্ছাসেবক দল।

বাংলালিংক প্রতি বছর পবিত্র রমজান মাসে বেশ গুরুত্ব সহকারে ও বিশাল আঙ্গিকে এই আয়োজনটি সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য এ এক সাদামাটা ও বিনম্র আয়োজন। বাংলালিংক বিশ্বাস করে এটিই পবিত্র রমজান মাসের সত্যিকারের চেতনা। এ বছরও বাংলালিংক দেশের প্রধান শহরগুলোর ব্যস্ততম ট্রাফিক মোড়গুলোতে রোজাদারদের মধ্যে ইফতার হিসেবে বোতলজাত পানি ও খেজুর বিতরণ করবে।

এছাড়াও দেশের সবক'টি বিভাগীয় শহরসহ অনেকগুলো শহরের ব্যস্ত এলাকাগুলোতে বাংলালিংক ব্রান্ডেড বুথ থেকে রমজানের প্রথম ২০ দিন ইফতারের আগে বিনামূল্যে পানি ও খেজুর সরবরাহ করা হবে। এর পাশাপাশি জনপ্রিয় বিপণিবিতানগুলোতেও শেষ ১০ দিন পানি ও খেজুর বিতরণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এভাবে চলতি বছরে বড় বড় শহরগুলোয় ট্রাফিক জ্যামের জায়গাগুলোতে প্রায় ৮৪ হাজার রোজাদার মুসল্লির মধ্যে ইফতার হিসেবে পানি ও খেজুর বিতরণ করা যাবে বলে আমরা আশা করছি। ইফতারের প্রাক্কালে পথচারী, যাত্রী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই খেজুর ও বোতল বিতরণের কাজটি এযাবৎকালের ব্যবসায়িক সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ও প্রশংসিত কার্যক্রম।

পবিত্র রমজান মাসে বাংলালিংকের হৃদয় থেকে উৎসারিত আরেকটি সিএসআর কার্যক্রম হলো দেশের ৩২টি জেলায় ১২৮টি এতিমখানার প্রায় ১২ হাজার এতিম শিশুর জন্য ইফতার ও নৈশভোজের আয়োজন করা। এতিমখানাগুলোতেই অভিজ্ঞ কুক বা পাচকদের দিয়ে এতিম শিশুদের জন্য ইফতার ও নৈশভোজের খাবারসামগ্রী তৈরি করানো হয়। প্রতি বছরই বাংলালিংকের ইফতার ও নৈশভোজ এতিম শিশুদের চমকে দেয়। বাংলালিংক তার অন্তর থেকে উৎসারিত আন্তরিকতা থেকেই এমন আয়োজন করে আসছে।

বাংলালিংকের চীফ কমার্শিয়াল অফিসার জনাব শিহাব আহমাদ এ প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা যাঁরা পবিত্র রমজান মাসে নিজেদের পরিবারবর্গ, বন্ধু-বান্ধব, ঘনিষ্ঠজন ও ভালবাসার মানুষদের সঙ্গে ইফতার করতে চাই তাঁদের অন্য মানুষজনের কথাও ভাবা প্রয়োজন যাঁরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আমাদের একটা ছোট্ট প্রয়াস যদি অন্যের জীবন বদলে দিতে পারে তবে তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে!"

এতিমদের জন্য বাংলালিংক আয়োজিত ইফতার পার্টি।

banglalink

মোবাইল এশিয়া এক্সপো ২০১৩– ভবিষ্যতের সাথে সেতুবন্ধন

টি, আই, এম, নূরুল কবীর
সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব

চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত "কানেক্টিং দ্যা ফিউচার" শীর্ষক "মোবাইল এশিয়া এক্সপো" সম্মেলনে অংশগ্রহণ আমার জন্য অত্যন্ত মর্যাদা ও সৌভাগ্যের বিষয়। জিএসএম অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন বিশ্বের সব প্রান্ত থেকে আসা স্বপ্নদর্শী মানুষদের জ্ঞান ও নেটওয়ার্কিংয়ের ব্যাপক সুযোগ করে দেয়।

মোবাইল খাতের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান, ডিভাইস প্রস্তুতকারক, যন্ত্রাদি সরবরাহকারী, ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রতিনিধিদলসহ এই সম্মেলনে সারা বিশ্বের ৮১টি বাজার থেকে প্রায় ১৫,০০০-এরও বেশি অংশগ্রহণকারী অংশ নেন।

মোবাইল এশিয়া এক্সপো'তে এমটব-এর সেক্রেটারি জেনারেল টি, আই, এম, নূরুল কবিরের সাথে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ এবং গ্রামীণফোন-এর রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বিভাগের পরিচালক তাইমুর রহমান।

সাংহাইয়ের এই ভ্রমণে আমি মোবাইল প্রযুক্তির শক্তি সম্পর্কে সত্যিকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি। পাশাপাশি জেনেছি এর পরিষেবাগুলো মানুষের জীবনধারাতে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, কিভাবে মোবাইল বাড়িকে করে তুলছে স্মার্ট, মানুষকে আরো বেশি বুদ্ধিমত্তার সাথে চালিত করছে, কেনাকাটা সহজ করেছে এবং শহুরে জীবনকে করেছে আরো নিরাপদ। বর্তমান বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে উপস্থাপন হয় "কানেক্টেড সিটি" এবং এর অংশ হিসেবে ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে প্রকৃত শহুরে জীবনকে তুলে ধরার মাধ্যমে উপস্থাপন হয় "কানেক্টেড লাইভ", যা ছিল মোবাইল এশিয়া এক্সপো সম্মেলনের কেন্দ্রবিন্দু।

সময় স্বল্পতার জন্য আমার পক্ষে সব আয়োজনে অংশগ্রহণ সম্ভবপর ছিল না। তারপরও আমি আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সে অনুসারে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর কয়েকটি আয়োজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরতে চাই।

সম্মেলনের মোট ১৫০০ জনেরও অধিক অংশগ্রহণকারীর মাঝে যে নামগুলোর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা না জানালেই নয় তাঁরা হলেন জিএসএমএ-এর ডিরেক্টর জেনারেল মিস. এনি বৌভেরোট, অ্যালকাটেল-ল্যুসেন্ট এশিয়া প্যাসিফিকের প্রেসিডেন্ট রাজিভ সিং-মোর‍্যালেস, টেলেনর গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জন ফ্রেডরিক বাকসাস।

পাবলিক পলিসি ফোরাম

সারা বিশ্বের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং তথ্য প্রযুক্তির সর্বোৎকৃষ্ট বক্তারা পাবলিক পলিসি ফোরামের সাথে যুক্ত। এই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট'টি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মন্ত্রণালয় এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান স্টেকহোল্ডার ও বিশেষজ্ঞদের জন্য বৈঠকের একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। বৃহত্তম মোবাইল বাজার এশিয়া প্যাসিফিক-এর সাথে এই ফোরাম মোবাইল অপারেটররা 'টোটাল কানেক্টিভিটি' এবং সেবা সরবরাহের মাধ্যমে কিভাবে জীবন উন্নত করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে পারে সে সম্বন্ধে গভীর ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। "এশিয়া প্যাসিফিক ইউজিং ইনোভেশন টু মেক দ্য মোবাইল এ ওয়ার্ল্ড রিয়্যালিটি", "নিউ কনজ্যুমার ট্রেন্ডস ফ্রম ডেভেলপমেন্ট অব মোবাইল কমিউনিকেশন" এবং "দ্য রোল রেগুলেটরস ইন এশিয়া প্যাসিফিক"- এই তিনটি প্রধান শিরোনামের আলোকে বিষয়াদি ফোরামে উপস্থাপন করা হয়।

"শেপিং দ্যা কানেক্টেড ইকোনমি" শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন রবি আজিয়াটা লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অব সিআরএল মাহমুদুর রহমান।

মোবাইল ইকোনমি এশিয়া প্যাসিফিক ২০১৩

প্রচুর তথ্য সম্বলিত "মোবাইল ইকোনমি এশিয়া প্যাসিফিক ২০১৩" শীর্ষক একটি বইয়ের উদ্বোধন করা হয় এই সম্মেলনে। মোবাইল প্রযুক্তি তার কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রের সেবা এবং আর্থিক সেবা উভয়ের মাধ্যমে কিভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাচ্ছে এবং এতে পুরো বিশ্বের কিভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, এই বইয়ে তার একটি ব্যাপক ও গভীর বিশ্লেষণ প্রকাশ হয়েছে। আর্থিক সেবার সহজলভ্যতার মাধ্যমে ব্যাংক বহির্ভূতদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, তথ্য প্রচারের মাধ্যমে কম খরচে স্বাস্থ্যের যত্ন, কম খরচে শিক্ষার সুবিধা; এই সব কিছুই একসাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

ভবিষ্যতের সাথে সংযোগ

বিশ্বের কিছু নেতৃস্থানীয় অপারেটরদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সম্মেলনের মঞ্চে এই খাতের চ্যালেঞ্জ ও সুবিধা সম্পর্কে মুখোমুখি আলোচনা করেন। বিশিষ্ট বক্তারা জানান যে, মোবাইল খাতের ক্রমাগত বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনের জন্য একটি সাধারণ লক্ষ্যে এই খাতের সকল অংশীদারদের একসাথে কাজ করা উচিৎ। তাঁরা স্মরণ করিয়ে দেন যে, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নির্ভর প্রযুক্তিকে ছাড়িয়েও এই খাত সংযুক্ত অর্থনীতির পূর্ণ সুবিধা অর্জন সম্পর্কেও অধিক আলোকপাত করেছে।

মানসম্পন্ন ডিজিটাল পরিবর্তন

এই সম্মেলনে অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রদান করা হয়। পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অর্থায়নের উপর বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনা, গ্রাহক সচেতনতা ক্যাম্পেইনের স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা এবং পরিবর্তনের সময় ব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সির সমন্বয় অনুসরণ করে, এটি সমগ্র ডিজিটাল প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের একটি দুর্দান্ত দৃশ্যপট উপস্থাপন করে।

প্রদর্শনী

অংশগ্রহণকারীদের বিনোদনের জন্য একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যেখানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়। এই প্রদর্শনীতে মোবাইল সংশ্লিষ্ট পেশাদার ব্যক্তি ও গ্রাহক সাধারণের জন্য পণ্য, ডিভাইস ও অ্যাপস-এর প্রদর্শন হয়। অসংখ্য প্রদর্শকদের মধ্যে কয়েকটি প্রদর্শক যেমন- অ্যাকসেন্চার, অ্যালকাটেল-ল্যুসেন্ট, সাংহাই বেল কোম্পানী লিমিটেড, এটিঅ্যান্ডটি, চায়না টেলিকম, সিসকো সিস্টেম, ফেসবুক, জিএসএমএ, কেটি কর্পোরেশন, মজিলা অনলাইন, এনটিটি ডোকোমো'র প্রদর্শনী সবাইকে অত্যন্ত মুগ্ধ করে।

মোবাইল এশিয়া এক্সপো-এর পাবলিক পলিসি ফোরামের একটি প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য দিচ্ছেন রবি আজিয়াটা লিমিটেডের সিআরএল-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাহমুদুর রহমান।

সংখ্যা ও বিশ্লেষণ

বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর **১১.১ শতাংশ** জনগণ ফিক্সড টেলিফোন সংযোগ ব্যবহার করে থাকে উন্নত দেশগুলোতে এই হার **৪১.৬ শতাংশ**

বিশ্বের প্রায় **৯৬ শতাংশ** মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকে

২০১১ সালে বিশ্বের টেলিযোগাযোগ সেবা থেকে আহরিত মোট আয় **১ ট্রিলিয়ন ইউরো**-তে পৌঁছে এবং আশা করা যায় এটা ২০১৪ সালে প্রায় **১,১৫০ ট্রিলিয়নে** পৌঁছুবে।

বিক্রয়ের ভিত্তিতে বিশ্বের প্রথম সারির ৩০টি টেলিযোগাযোগ কোম্পানির বেশ কয়েকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক– এটিএন্ডটি, ভেরাইজন, কমকাস্ট, স্প্রিন্ট নেক্সটেল এবং টাইম ওয়ার্নার কেবল।

২০২০ সাল নাগাদ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের মোবাইল অপারেটরদের **৪৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ।

জিএসএমএ কার্যক্রম

সম্প্রতি জিএসএমএ কর্তৃক আয়োজিত "জাতীয় উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ নীতিমালা" শীর্ষক একটি সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করছেন বিশ্ব ব্যাংকের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও সিনিয়র আইসিটি বিশেষজ্ঞ তেনযিন ডোলমা নরভু।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, এমপি, সম্প্রতি জিএসএমএ কর্তৃক আয়োজিত "জাতীয় উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ নীতিমালা" শীর্ষক একটি সেমিনার প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন।

জিএসএমএ কর্তৃক আয়োজিত "জাতীয় উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ নীতিমালা" শীর্ষক সেমিনারে প্যানেল আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক

সম্প্রতি জিএসএমএ কর্তৃক আয়োজিত "জাতীয় উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ নীতিমালা" শীর্ষক সেমিনারের ওয়ার্কগ্রুপ আলোচনার দৃশ্য, যেখানে মূল উপস্থাপনা ও প্যানেল আলোচনার উপর ভিত্তি করে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি গঠিত হয়েছিল।

এমটব সদস্যদের কার্যক্রম

airtel

ভোজন রসিকদের খুঁজে বের করতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর "ঢাকা ফুডি" শীর্ষক আয়োজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল এয়ারটেল বাংলাদেশ, যা ১৮-১৯ জুন ২০১৩ পর্যন্ত আইইউবি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই আয়োজনে যুবসমাজের কাছে থেকে ব্যাপক সাড়া মেলে।

banglalink

সোশ্যাল বিজনেস ফোরাম ২০১৩-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে শান্তিতে নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলালিংক-এর সিসিও জনাব শিহাব আহমেদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যায়ের উপাচার্য ডঃ আমিন ইউ সরকার এবং স্কুল অব বিজনেস-এর ডীন এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিস ড. আব্দুল হান্নান চৌধুরী।

Citycell

সম্প্রতি বাংলাদেশ জাতীয় বাস্কেটবল দল (অনূর্ধ্ব ১৬, ছেলে) স্পন্সর করেছে সিটিসেল। এই দলটি ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়া জোনের নির্ধারণী টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ২৪ জুন ২০১৩, ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত সিটিসেলের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সিটিসেলের চীফ করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মোঃ মাহফুজুর রহমান দলের সবাইকে জার্সি এবং ট্র্যাক স্যুট হস্তান্তর করেন।

grameenphone

গ্রামীণফোনের সহযোগিতায় সিম্ফনি মোবাইল তার গ্রাহকের জন্য চালু করে "ফান স্টোর"। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণফোনের সিএমও অ্যালান বনকে।

রবি

সম্প্রতি রবি দেশব্যাপী ইন্টারনেট মেলার আয়োজন করে।

TeleTalk

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও এমপি এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন-এর উপস্থিতিতে ডিপিই-এর ওয়েব বিষয়ক এবং এসএমএস ভিত্তিক অন লাইন পরিষেবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মধ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মূহূর্ত।

AMTOB
Association of Mobile Telecom Operators of Bangladesh
ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
info@amtob.org.bd, www.amtob.org.bd

© এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সম্পাদক: টি, আই, এম, নূরুল কবীর, সেক্রেটারি জেনারেল, এমটব। মাসিক নিউজলেটার "ConneXion" এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস্ অব বাংলাদেশ (এমটব) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত। ল্যান্ডভিউ (১৩ তলা) ২৮, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩৩৪৪, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৯৮৫৩১২১, ই-মেইল: connexion@amtob.org.bd

ডিজাইন এবং প্রোডাকশন: বেঞ্চমার্ক পি আর | www.benchmarkpr.com.bd